দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...... 3 JUN 2010
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

স্কুল যাতায়াত নিরাপদ নয় বলে মেয়েরা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ছে

ইভটিজিং বিষয়ক সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে ইভটিজিং বা রাস্তাঘাটে মেয়েদের উত্যক্ত করার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে ইতিবাচক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, আমাদের দেশের মেয়েদের স্কুলে যাতায়াতের পথটি নিরাপদ নয় বলে তারা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ছে। ক্রমেই এ অবস্থার পরিবর্তন করবে শিক্ষামন্ত্রণালয়। ইভটিজিং-এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলোও কাজ করছে। তবে এ বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে সবার প্রতি আহবান জানান তিনি।

গত মঙ্গলবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে শিক্ষাঙ্গন, রাস্তাঘাট, কর্মক্ষেত্রে নারীদের উত্যক্ত ও হয়রানির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'দূর করি পথের বাধা, মুক্ত করি নারীর চলাচল' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সেমিনারে অতিথি আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। আরো বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার কর্মী ড. হামিদা হোসেন, ইউমেন ফর ইউমেন-এর চেয়ারপারসন সালমা খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আয়োজক সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন কর্মকার। সেমিনারে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষাবিদ শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্রীদের মনোবল বাড়াতে কাউন্সিলিং বিষয়টিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে করা হবে। শিক্ষানীতিতে নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি রাখা হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সুস্থ খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি করতে শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে বছরে দু'বার শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, এবার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে দিনবদলের, সবাইকে তা কাজে লাগাতে হবে। সরকারি-বেসরকারি সংগঠন ও যে যার অবস্থান থেকে ইভটিজিং-এর বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন বলেন, ইভটিজিং কথাটি বলতে বলতে আমরা শব্দটি এতো সহজ করে ফেলেছি যে, এ বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও জোরালো ভূমিকা রাখে না। গত চারমাসে গড়ে প্রতি সপ্তাহে একজন করে স্কুল ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। অথচ এর বিচার হয়েছে ক'টির! শাহীন আনাম বলেন, ইভটিজিং বন্ধ করতে সামাজিক আন্দোলন ও আইনগত বিষয়টি কঠোর করতে হবে। রঞ্জন কর্মকার বলেন, ইভটিজিং নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতার উগ্রতর একটি বহিঃপ্রকাশ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, সমাজের নেতিবাচক মনোভাব, সচেতনতার অভাব, আইন প্রয়োগের অভাব ইত্যাদি কারণে ইভটিজিং সংঘটিত হয়।